প্রকল্পের তথ্য প্রদানের ছকের ফরমাটঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>বিবরণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>প্রকল্পের নাম</td><td>BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>মেয়াদ</td><td>০১ জুলাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৪</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>
<table>
<tr><th>অর্থের উৎস</th><th>পরিমান</th></tr>
<tr><td>বৈদেশিক সাহায্য</td><td>(লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>জিওবি</td><td>১৪৭০৪.০৫ (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৭০৪.০৫ (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>জনবল</td><td>কর্মকর্তা: ১ জন
কর্মচারী: ২ জন</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>পটভূমি</td><td>ডিজিটাল বাংলাদেশ, সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে চারটি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছেঃ
(১) একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন।
(২) জনগণকে তাদের সর্বাধিক অর্থবহ উপায়ে সংযুক্ত করা।
(৩) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো।
(৪) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজারকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।
এই উদ্যোগের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় একত্রীভূত করা হয় এবং এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় শুরু হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ প্রাধিকারযুক্ত চারটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান রূপান্তর সাধনে সফলকাম হয়। সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য সফলতা অর্জন করে। বেশ কিছু উলম্ব উর্দ্ধমুখী (সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে) এবং আনুভূমিক (নাগরিকদের সাথে) নীতি সহায়তা ও উন্নয়মূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয় যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় বহু সংখ্যক নাগরিক-কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগ ও সেবা, যেমন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষণীয় বিষয় উন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কৃষি সহ অন্যান্য উপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনলাইন তথ্য ও সেবা (ই-তথ্যকোষ)। এগুলো বাস্তবায়িত হয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম দিকে, তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারকে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এগুলোতেই প্রথম সমন্বিত সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ই-লেনদেন, ই-বাণিজ্য এবং ই-সংগ্রহে আইসিটির ব্যবহার সম্ভব হয়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) উদ্বোধন করে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সুবিধা সুগম করেছে। এতে গ্রাহকদের অনলাইন ও মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের সুবিধা প্রশস্ত হয়েছে। এ বিষয়টি ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় অর্জনসমূহকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বিসিসি'র আইনের কার্যক্রমের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য Computer Incident Response Team (CIRT) গঠন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ধারা ৯ এ ইমার্জেন্সি রেসপন্স টীম গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিসিসি'র আওতায় এই CIRT (BGD e-GOV CIRT) এর কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক হওয়ায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত সাইবার নিরাপত্তা টীমকে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা টীম হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেছেন ।</td></tr>
</table>

৬	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	• ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ অনুচ্ছেদ-৯ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারকে সাইবার আক্রমন হতে রক্ষা করা; • সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো Critical Information Infrastructure (CII) সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিষয়ে সতর্কীকরণ ও রক্ষা করা; • সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি; • সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।
৭	প্রকল্পের উল্লেখ্যযোগ্য কম্পোনেন্ট	⇨ সাইবার রিস্ক এসেসমেন্ট ⇨ ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং ⇨ সাইবার সেন্সর ⇨ ডিজিটাল ফরেনসিক ⇨ সাইবার জিম ⇨ অডিট ⇨ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)**
৮	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	**২০১৯-২০২০** অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বুলেট পয়েন্টেঃ • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা কর্তৃক বিজিডি ই-গভ সার্ট ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৭ টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। • এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৯ টি সোশাল মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদান করে হয়েছে। • বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩৪ টি সরকারী প্রতিষ্ঠান কে সর্বমোট ১৪৬৭ টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। • বিজিডি ই-গভ সার্ট ওয়েব সাইটে এ পর্যন্ত সর্ব মোট ২০৮ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। • ১১ টি নির্দিষ্ট সরকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ৮৯ টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। • আইটি পলিসি এবং রিস্ক আস্যেসমেন্ট ইউনিট ঝুঁকিপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য রিস্ক এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ এসেসমেন্ট সফটওয়ার তৈরি করেছে এবং এ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। Cyber Threat Landscape Report 2019-2020 প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ এর জন্য Risk Assessment framework আপডেট করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় National Cyber Security Index ডকুমেন্ট তৈরি এবং আপডেট এর মাধ্যমে দুই ধাপে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (সাইবার র‍্যাংকিং) ৯২ থেকে ৭৪ এ উন্নিত করা হয়েছে। ১১ টি APCERT working group কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে, IoT Security ও Digital এবং Security of Internet of Things (IoT) ডকুমেন্ট তৈরীতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে। "COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report" প্রস্তুত করা হয়েছে। • "Cyber Range" সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৪০ জন সরকারী কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫ টি আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও একটি অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (এন ডি সি) এর ISO 27001 রিসার্টিফিকেশন ও অডিট কার্যক্রম, iBAS++ (ফাইনান্স ডিভিশন) অডিট কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, টিয়ার ফোর ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (TIER IV) অডিট কার্যক্রম এবং জাতীয় পার্লামেন্ট এ নেটওয়ার্ক ও সাইবার নিরাপত্তায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক এর তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সম্পাদিত একটি অডিট প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে একটি বিস্তারিত উন্নয়নমুলক দিকনির্দেশনা রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। • **কোভিড ১৯ ট্র্যাকার:** করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম যা সংগৃহীত

		তথ্য ম্যাপ/সারণী আকারে দেখায়। গত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয় এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ৮,২০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে • **ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম:** ২৪টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় বোরো ২০২০ মৌসুমের কার্যক্রম চলমান আছে, ○ ২,৫০,০০০+ নিবন্ধিত কৃষক ○ কৃষকের অ্যাপ ৫০,০০০+ বার ডাউনলোড ও ব্যবহৃত হয়েছে ○ ৮২.২১ কোটি টাকা সমমূল্যের ৩৩,০০০ মেট্রিক টন ধান সংগৃহীত হয়েছে, মোট ৮৫,০০০ মেট্রিক টন (প্রায়) ধান সংগ্রহ করা হবে • **অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমঃ** নতুন ১৩ টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। WSIS Prizes 2020 প্রতিযোগিতায় বিসিসির অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটেগরি ১১ (ই-এমপ্লয়মেন্ট) তে WINNER পুরস্কার পেয়েছে। • **সংক্রমণ বার্তা অ্যাপ (বেটা সংস্করণ)০ঃ** এটি ব্যবহারকারীকে তার আশেপাশের ভৌগলিক অঞ্চলের সংক্রমণের অবস্থা এবং তীব্রতা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। এছাড়াও ব্যবহারকারীরা গন্তব্যে যাওয়ার পথে মধ্যবর্তী স্থানগুলির সংক্রমণের অবস্থা এবং তীব্রতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এখানে বিশ্লেষণধর্মী বিভিন্ন রিপোর্ট রয়েছে, যেমন, সর্বমোট সংক্রমন, গত ১৪ দিনে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ইত্যাদি।
		আর্থিক অগ্রগতি: ১০০ %। বাস্তব অগ্রগতি: ১০৮ %।
৯	প্রশিক্ষণ	স্থানীয়: ২৪০ জন বৈদেশিক: ০ জন
১০	সেমিনার/কর্মশালা/আয়োজিত ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	**সেমিনার/কর্মশালার বিবরণ সহ অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা** **আয়োজিত ইভেন্ট**

চলামান ও সমাপ্ত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমের ছবি ক্যাপশন সহ:

১। ট্রেইনিং কালঃ জুলাই ২০১৯, ৭ কর্মদিবস

স্থানঃ প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়

বিষয়বস্তুঃ বেসিক সাইবার সিকিউরিটি

২। ট্রেইনিং কালঃ জুলাই ২০১৯, ৫ কর্মদিবস

স্থানঃ মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স ও টেকনোলোজি

বিষয়বস্তুঃ ডিজিটাল ফরেনসিক (হাতেকলমে, ২ দিন), সাইবার জিম (থ্রেট হান্টিং, ৩ দিন)

৩। ট্রেইনিং কালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বিষয়বস্তুঃ মোবাইল ডিভাইস ফরেনসিক (ডিজিটাল ফরেনসিক ব্যাসিক)

৪। ট্রেইনিং কালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বিষয়বস্তুঃ সোশ্যাল মিডিয়া এওয়্যারনেস ও সিকিউরিটি

৫। ট্রেইনিং কালঃ অক্টোবর ২০১৯, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

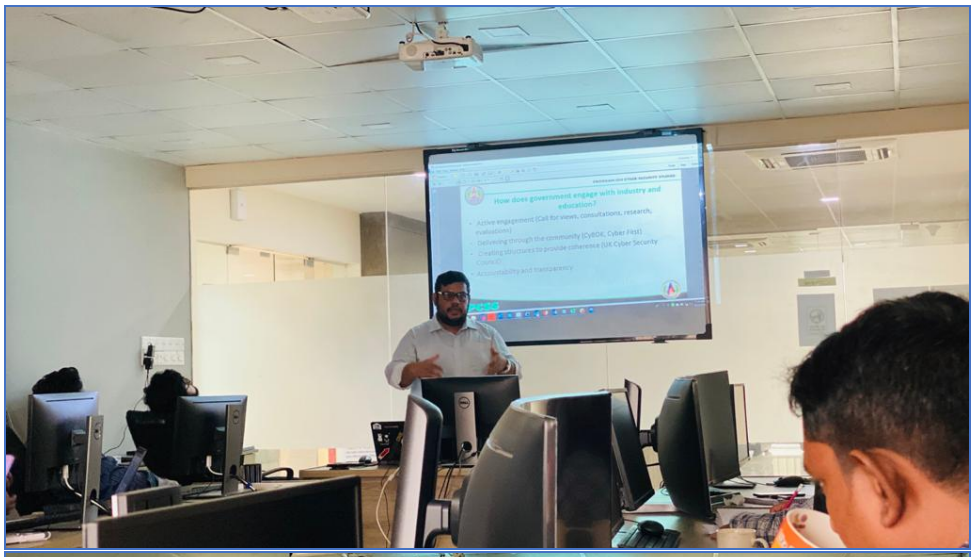

৬। ট্রেইনিং কালঃ জানুয়ারি ২০২০, ২ কর্মদিবস

স্থানঃ ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

বিষয়বস্তুঃ Empower the modern IT with integrated security portfolio.

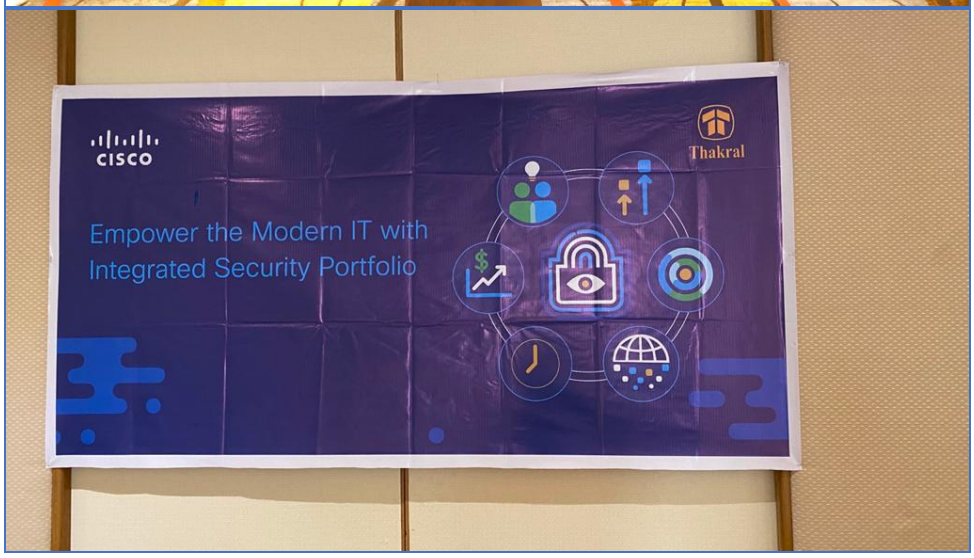

৭। ট্রেইনিং কালঃ জানুয়ারি ২০২০, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বিষয়বস্তুঃ বেসিক সাইবার সিকিউরিটি ও সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম সিকিউরিটি

৮। ট্রেইনিং কালঃ জানুয়ারি ২০২০, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বিষয়বস্তুঃ বেসিক সাইবার সিকিউরিটি (এডমিন ক্যাডার ব্যাক্তিবর্গের জন্য)

৯। ট্রেইনিং কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০২০, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার

বিষয়বস্তুঃ ডিজিটাল সার্টিফিকেট ব্যাবহারে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চয়তা

১০। ট্রেইনিং কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০২০, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বিষয়বস্তুঃ বেসিক সাইবার সিকিউরিটি (এডমিন ক্যাডার ব্যাক্তিবর্গের জন্য)

১১। ট্রেইনিং কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০২০, ১ কর্মদিবস

স্থানঃ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বিষয়বস্তুঃ Mentor at “National Hackathon on Frontier Technologies

[উল্লেখিত বিষয়বস্তু ছাড়াও অতিরিক্ত কোন বিষয় থাকলে সে বিষয়ে তথ্য ছকে সন্নিবেশ করার অনুরোধ জানানো হলো]